মুখবন্ধ

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা দলিলটি সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্ষিক প্রকাশনা। প্রতি বছর বাজেট দলিলসমূহের সাথে সমীক্ষাটি প্রকাশিত হয়। সমীক্ষায় সামষ্টিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি, সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন নীতি ও কৌশল এবং অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক অগ্রগতির ওপর আলোকপাত করা হয়।

২। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার এক বিশেষ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র পরিচালনার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। ১১ জানুয়ারি ২০০৭ পূর্বের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা অর্থনীতির উপর বিরুপ প্রভাব ফেলে। এ সত্বেও, সামষ্টিক অর্থনীতির প্রধান নির্দেশকসমূহের ইতিবাচক ধারা বজায় থেকেছে। তবে, ২০০৭ সালে দুটি উপর্যুপরি বন্যা ও প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' -এ বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের রেকর্ড পরিমাণ মূল্য বৃদ্ধি, আমদানিকৃত নিত্য প্রয়োজনীয় কতিপয় পণ্যের বিশেষ করে চাল, ভোজ্যতেল ইত্যাদির অস্বাভাবিক চড়া মূল্য ও অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির কারণে মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বমুখী প্রবণতা অর্থনীতির স্থিতিশীলতার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে। এসব অভিঘাতের কারণে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২০০৬-০৭ অর্থবছরের ৬.৪৩ শতাংশ থেকে ৬.২১ শতাংশে হ্রাস পেতে পারে। চলতি অর্থবছরে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধিতে মন্থরতা দেখা দিলেও শিল্প ও সেবা খাতের উচ্চতর প্রবৃদ্ধি সে ক্ষতি বহুলাংশে পুষিয়ে নেবে। অন্যদিকে, রেমিট্যান্স প্রবাহে উর্ধ্বগতি, পুঁজিবাজারে গতিশীলতা, রপ্তানিতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি, চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের সন্তোষজনক পরিস্থিতি এবং সর্বোপরি সহণীয় মাত্রার বাজেট ঘাটতি সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, জনপ্রশাসনে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, সেবার মান বৃদ্ধিকরণ, নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন এবং সরকারি কর্ম কমিশন পুণর্গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং জনমনে আস্থার সৃষ্টি হয়েছে। দুর্নীতি বিরোধী কঠোর পদক্ষেপ ও সরকারের নানামুখী জন-কল্যাণমুলক কার্যক্রম আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদান রাখছে। ফলে, বিনিয়োগ পরিবেশ অনুকূল হয়েছে।

৩। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক খাত উন্নয়নে সরকার সমভাবে গুরুত্ব প্রদান করছে। ফলে আয়-দারিদ্র ও মানব-দারিদ্র হ্রাস, শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হার হ্রাস পেয়েছে। সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি এবং টিকাদান কর্মসূচি'তে বাংলাদেশ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছে। গড় আয়ু, পুষ্টিমান বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ফলে মানব উন্নয়ন সূচকের নিরিখে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে মধ্যম পর্যায়ের দেশ হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF) বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সামষ্টিক অর্থনীতির কাঠামোগত সামঞ্জস্যতা বিধানের মাধ্যমে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দ্রুত দারিদ্র কমিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে আশা করছি। চলতি অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় প্রায় ৬০০ মার্কিন ডলারে উন্নীত হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

৪। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৮-এ চলতি অর্থবছরে সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক খাত ও সামাজিক ক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতি এবং সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে, যা দেশের সার্বিক উন্নয়নে দিক নির্দেশনা প্রদানে সহায়ক হবে।

৫। সমীক্ষা প্রণয়নে যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করে সহযোগিতা করেছে তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সমীক্ষায় উপস্থাপিত তথ্য ও উপাত্ত উৎসাহী পাঠক, নীতি নির্ধারক, গবেষক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থী এবং আগ্রহী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজন পূরণ করলে আমাদের শ্রম ও প্রয়াস সার্থক হবে। সমীক্ষাটি প্রণয়নে অর্থ বিভাগের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ যে নিরলস পরিশ্রম করেছেন সেজন্য তাদেরকেও জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

(ডঃ এ. বি. মির্জ্জা মোঃ আজিজুল ইসলাম)
উপদেষ্টা
অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়